বাণী

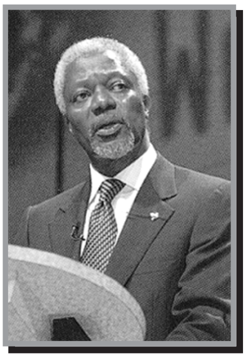

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গভীরভাবে সমাজের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। সঠিকভাবে পরিচর্চা এবং পরিচালনা করলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ২১ শতকের উন্নয়নের জন্য যেমন ইঞ্জিন স্বরূপ, তেমনিভাবে ঐতিহাসিক সহস্রাব্দ ঘোষণার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী সরঞ্জাম – আমাদের সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ সনাক্ত করতে যে লক্ষ্যগুলো রেকর্ডসংখ্যক বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে সহস্রাব্দ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছিলেন।

বিশ্ব জনসংখ্যার অধিকাংশ এখনও নতুন প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আর এ কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে সহস্রাব্দ সম্মেলনে সরকার, দ্বি ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারি খাত ও অন্যান্য স্বার্থ সংশিষ্টদের যৌথ অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছিল।

এজন্য সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রসমূহের প্রতি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)- এর উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনে সহায়তা করতে এক বছর আগে 'TELECOM 99' এর উদ্যোগে অনুষ্ঠানে আমি আহবান করেছিলাম।

একটি সত্যিকারের বিশ্ব তথ্য সমাজ সৃষ্টি এবং ডিজিটাল বিভক্তির মাঝে সেতু রচনায় অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে - সকল গুরুত্বপূর্ণ পক্ষগুলোর জন্য এই বিশ্ব সমাবেশ একটা অনবদ্য সুযোগ। এইভাবে তা সুনির্দিষ্ট সমাধান ও সরঞ্জামাদির বিকাশ এবং একটি বাস্তব সম্মত যথার্থ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উপযোগী। যেমন আমি সহস্রাব্দ উন্নয়ন সম্মেলনের প্রতিবেদনে বলেছিলাম ‘ডিজিটাল বিভক্তির মাঝে সেতুবন্ধন হতে পারে – এবং তা হবে।’ বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষসম্মেলন যার সফল পরিসমাপ্তির পথে চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সভাপতি ইয়োশিও উৎসুমির বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিশেষত ইন্টারনেটের বিস্তার আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রবাহের সকল ক্ষেত্রে বিপব ঘটিয়েছে। তথ্য সমাজের দিকে রূপান্তরের প্রতিটি পর্যায় তাই কৃষিভিত্তিক থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের মতই গভীর তাৎপর্যময়।

অতীতে এ ধরনের পরিবর্তনগুলি বিজয়ী এবং বিজিত নির্ধারণ করে দিত। অন্য সকলকে পিছনে ফেলে কিছু দেশ এগিয়ে যেত সামনের দিকে। যদি আমরা এখনই কোন উদ্যোগ না নেই তবে আবারো একই ঘটনা ঘটবে এবং পার্থক্যসমূহ আরো প্রকট হবে। বিশ্ব–নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই তথ্য সমাজের গতিবিধি নির্ধারণের দ্বারা একটি ন্যায়, সমৃদ্ধি ও শান্তিময় পৃথিবী নির্মাণ করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করলেও এর অসম বিস্তার নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ – বিশেষত ডিজিটাল বিভক্তির জন্ম দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য ২০০৩ সালে জেনেভায় এবং ২০০5 সালে তিউনিসে বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন এই সকল চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানে অনবদ্য সুযোগ এনে দিয়েছে - বিশেষ করে যা আফ্রিকা এবং স্বল্প উন্নত দেশগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) মাধ্যমে কিভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, বেসরকারিখাত, এনজিও সম্প্রদায় যৌথভাবে এ শীর্ষ সম্মেলনে একটি অংশীদারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়নে সক্ষম হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

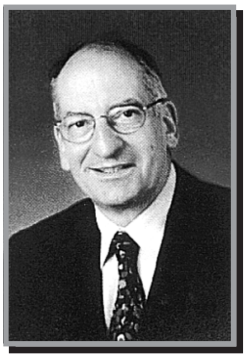

সুইচ কনফেডারেশন (২০০৩) এর সভাপতি পাসকাল কাওচেপিনের বাণী

আমাদের জনগনের জন্য আমরা কেমন সমাজ চাই? কিভাবে আমাদের বেচেঁ থাকা উচিত? এ প্রশ্নগুলোই রাজনীতির দৈনন্দিন আলোচ্যসূচি। আর রাজনীতিবিদদের কাজ হল তাত্ত্বিক আদর্শ আর সম্ভাব্য করণীয়–এর মাঝে সমন্বয় সাধন করা। প্রকৃতপক্ষে দ্রুত জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পরিণত দেশগুলোতে আজ ব্যক্তি, আভ্যন্তরীন রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনে ২০০৩ এর ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর জেনেভায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে তথ্যসমাজ বিষয়ে একটা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের জন্য এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। একটি রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফল নির্ধারিত হবে। আর যখন তথ্য ও জ্ঞান সংশিষ্ট সমগ্র সমাজের কথা বলা হয়, তখন সুশীল সমাজ এবং ব্যবসাকে এই প্রতিক্রিয়া সংযুক্তির ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ড বিশেষ সহযোগিতা করে থাকে।

আমার দেশ এই সম্মেলনের আয়োজক হওয়ার আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতিসংঘে সুইজারল্যান্ডের পূর্ণ সদস্যপদ প্রাপ্তিকে সার্থক করতে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের এই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনে আমি আমার সর্বাত্মক কাজ করে যাব।